প্রথম পাপের পরিণাম

আদিপুস্তক ৩ অধ্যায় ৭-১৩পদ

আজ আমরা আবার আদিপুস্তক থেকে শিখব। এর আগে আমরা আদম ও হবা কীভাবে পাপ করেছিল (আদি ৩.১-৬), তা দেখেছি। আজ আমরা তাদের সেই পাপের পরিণাম কী হয়েছিল, তা দেখব। নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ সম্বন্ধে ঈশ্বর আদমকে বলেছিলেন, ***"যে দিন তার ফল খাবে, সেদিন মরিবেই মরিবে"***(২.১৭)। কিন্তু সাপের বেশধারী শয়তান নারীকে বলেছিল, ***"কোন ক্রমে মরবে না, কারণ ঈশ্বর জানেন, যেদিন তোমরা তা খাবে, সেদিন তোমাদের চোখ খুলে যাবে, তাতে তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ হয়ে সদসদ্-জ্ঞান প্রাপ্ত হবে"***(৩.৪-৫)।

নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের দ্বারা কার কথা সত্য প্রমাণিত হল? ৭ পদে আমরা তার উত্তর পাই। ৭ পদে বলা হয়েছে, *"তাতে তাদের উভয়ের চোখ খুলে গেল, এবং তারা বুঝিতে পারল যে তারা উলঙ্গ; আর ডুমুর গাছের পাতা সিঙ্গাইয়া ঘাগ্‌রা প্রস্তুত করে নিলেন"*(৩.৭) আপাতদৃষ্টিতে শয়তানের কথাই সত্য প্রমাণিত হয়েছিল; কারণ, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তারা মৃত্যুতে পতিত হয়নি। তাহলে কি ঈশ্বরের কথা মিথ্যা? *"যেদিন তার ফল খাবে, সেদিন মরিবেই মরিবে"* -- এই কথার অর্থ প্রথমে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। এই কথার দ্বারা ঈশ্বর নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের সেই নির্দিষ্ট দিনে আদমের মৃত্যুকে নির্দেশ করেননি। কিন্তু এই কথাকে ইব্রীয় প্রবাদ-বাক্য হিসাবে ধরতে হবে, যার দ্বারা "মৃত্যু যে অবশ্যই ঘটবে," তা বর্ণনা করা হয়েছে। এই ধরণের প্রবাদ-বাক্য ১ রাজা ২.৩৭ পদে দেখতে পাওয়া যায়, ***"তুমি যেদিন বের হয়ে কিদ্রোণ স্রোত পার হবে, সেদিন অবশ্য হত হবে।"*** আবার, যাত্রা ১০.২৮ পদেও দেখতে পাওয়া যায়, ***"যেদিন আমার মুখ দেখবে, সেদিন মরবে।"*** তাই, আদি ২.১৭ পদের অর্থ -- "নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের নির্দিষ্ট দিনে তাদের মৃত্যু হবে" -- এমন নয়; কিন্তু "নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করলে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত বা অনিবার্য।" তাই, এই নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের নিদিষ্ট দিনে আদম ও হবার শারীরিক মৃত্যু না হলেও, মৃত্যু তাদের জীবনে অনিবার্যভাবে নেমে আসে।

কেবল তাই নয়, মৃত্যুর জন্য এখানে যে হিব্রু শব্দ *(muth)* ব্যবহার করা হয়েছে, তার দ্বারা যদিও সাধারণভাবে শারীরিক মৃত্যুকেই (৩.১৯) নির্দেশ করা হয়; তথাপি সামগ্রিক বাইবেলের শিক্ষাকে মাথায় রাখলে আমরা উপলব্ধি করি যে, জীবনের গভীরতম অর্থ হল, "ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা।" অতএব, মৃত্যুর গভীরতম অর্থ হল, "ঈশ্বর থেকে বিচ্ছেদ।" তাই, ২.১৭ পদে যে মৃত্যু সম্বন্ধে সতর্ক করা হয়েছে, তা আধ্যাত্মিক মৃত্যু, অর্থাৎ "ঈশ্বর থেকে বিচ্ছেদকেও" নির্দেশ করে। নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আদম ও হবা ঈশ্বরের মনোরম সহভাগিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং তাদের জন্য আজ প্রত্যেকটি মানুষ স্বভাবতঃ আধ্যাত্মিক মৃত্যুর পরিস্থিতিতে আছে (ইফি ২.১-২; রোমীয় ৫.১২)। এই আধ্যাত্মিক মৃত্যু তাদের জীবনে ৩টি তাৎক্ষণিক পরিণাম বা ফল বয়ে এনেছিল) (১) লজ্জা, (২) ভয় এবং (৩) নিজের দোষ এড়ানো।

১। লজ্জা- নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের পর আদম ও হবা প্রথমেই দারুণভাবে নিরাশ হয়। কারণ শয়তনের কথায় বিশ্বাস করে তারা ফল খেয়েছিল, কিন্তু শয়তানের কথামত ঈশ্বর হবার সাধ তাদের পূর্ণ হল না। কেবল তাই নয়, তাদের উপর লজ্জার ঘন ছায়া নেমে এল। ৭ পদানুসারে, *"তাদের উভয়ের চোখ খুলে গেল, তারা বুঝতে পারল যে, তারা উলঙ্গ; আর তারা ডুমুর গাছের পাতা সেলাই করে ঘাগ্‌রা তৈরী করে নিল।" "তাদের চোখ খুলে গেল"* কথার অর্থ এই নয় যে, তারা এর আগে চোখে দেখতে পেত না। না, তারা তাদের চোখ দিয়ে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে দেখেছে, তাঁর সুন্দর সৃষ্টি তথা এদোন উদ্যানকে দেখেছে, তারা একে অন্যকে দেখেছে। কিন্তু এখন তারা অপরাধী বিবেকের সামনে নিজেদের দেখবার সুযোগ পেল। আর আত্মোপলব্ধির দ্বারা তারা যা দেখতে পেল, তা তারা ঘৃণা

করল। "তার বুঝতে পারল যে তারা উলঙ্গ।" এর আগে কি তারা উলঙ্গ ছিল না? অবশ্যই ছিল, এবং তারা জানতও যে তারা উলঙ্গ, কিন্তু তাদের লজ্জা ছিল না (২.২৫)। অপরাধী সংবেদের সামনে তারা আর নিজেদের সহ্য করতে পারল না, লজ্জা তাদের উপর চেপে বসল। সেই লজ্জাকে ঢাকতে তারা ডুমুর গাছের পাতা সেলাই করে ঘাগ্‌রা তৈরী করল।

আপনি কি আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে কখনও নিজেকে ঘৃণা করেছেন? তখন আপনি কী করেছেন? মানুষ আমরা প্রত্যেকে যখন কোন বিষয়ে লজ্জা পাই, এবং যখন তা অন্যে দেখলে খুবই লজ্জার বিষয় হবে বলে মনে করি, তখন তা ঢাকতে চাই (যেমন আমার ভুঁড়ি)। তাই, আমরা আমাদের মেক-আপের দ্বারা, পরিধানের দ্বারা, আভরণের দ্বারা বা কেশ-বিন্যাসের দ্বারা আমাদের সঠিক আকারকে ঢেকে নিজেদের সুন্দর করে প্রকাশ করতে চাই। কেবল শারীরিক সৌন্দর্য নয়, সমাজে আমাদের প্রতিপত্তি বাড়াতে আমাদের নামের পূর্বে উপাধি বা অলঙ্কার গ্রহণ করতেও আমরা ভালবাসি, আমাদের শিক্ষা, কর্ম ও বংশপরিচয়ের লম্বা ফর্দ করতে ভালবাসি। নিজের সাহসী, দয়ালু, উদার ও প্রেমিক ভাবমূর্তিকে মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাই। কারণ, আমরা আমাদের ভিতরের লজ্জার আকারকে ঢাকতে চাই।

২। ভয়– প্রথম পাপের পরবর্তী ফল হল ভয়। আদম ও হবার উপর ভয় এমনভাবে চেপে বসল যে তারা নিজেদের ঈশ্বরের কাছ থেকে লুকাতে চাইল। ভালবাসার পিতা হিসাবে সন্তানের খোঁজ নিতে দিনের শেষে ঈশ্বর যখন তাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন, তারা গাছের আড়ালে নিজেদের লুকালো (৮ পদ)। পরে ঈশ্বর যখন আদমকে ডাক দিলেন, "***তুমি কোথায়?***" **আদমের উত্তর,** ***"আমি উদ্যানে তোমার রব শুনে ভয় পেলাম, কারণ আমি উলঙ্গ, নিজেকে লুকিয়েছি"*** (৯, ১০ পদ)। অপরাধবোধ তাদের হৃদয়ে ভয়কে জন্ম দিয়েছে -- তাদের পাপের জন্য ঈশ্বরের শাস্তিকে চিন্তা করে, তাদের এই ভয়।

নিজেদের পাপ উপলব্ধি করার পর আদম ও হবার উচিত ছিল, ভালবাসার পিতার কাছ এসে তাদের পাপ স্বীকার করা, তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা। কিন্তু সাহায্যের আশায় ঈশ্বরের কাছে না এসে, ভয়ে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে পালাল। কিন্তু সেদিন ঈশ্বর ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্তি ধারণ করে তাদের কাছে আসেননি; তবুও তারা ভয়ে নিজেদের লুকিয়েছিল। আমরাও তাদের অনুসরণ করে চলেছি। আমার মেয়ে শ্যারণ ছোটবেলায় বুড়ো আঙ্গুল চুষতে ভালবাসত। অনেক নিষেধ করা সত্ত্বেও ও এই বদ অভ্যাস ছাড়তে পারছিল না। কিন্তু যখনই বাবা বা মায়ের চোখে ও ধরা পড়ত, তখনই ঐ আঙ্গুল মুখ থেকে বের করে, পেছনে লুকাতো। ও কে এমন কাজ করতে কে শিখিয়েছে? কেউ না। কিন্তু অপরাধবোধ শ্যারণকে নিজের আঙ্গুল লুকাতে বাধ্য করেছে।

পাপ করার পর, আমরাও একইভাবে প্রথমে সেই পাপকে ঢাকতে চাই; তারপর, সেই পাপের প্রতি শাস্তির কথা চিন্তা করে আমরা ভয় পাই, ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজেদের লুকাই বা ঈশ্বরের কাছ থেকে পালাবার চেষ্টা করি। কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে সত্যি কি পালানো সম্ভব? তার কাছ থেকে আমরা কোথায় পালতে পারি? ঈশ্বরের কাছ থেকে পালানো অসম্ভব। কারণ তিনি সর্বত্র আছেন এবং তিনি সবই জানেন। দায়ূদ এই কথা সুন্দরভাবে ১৩৯ গীতে প্রকাশ করেছেন (বিশেষত ৭, ৮ পদ)। ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজেকে লুকানোকে ২ বছরের শিশুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

৩। নিজের দোষ এড়ানো — লজ্জা ও ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের দোষকে এড়াতে আদম ও হবা বিভিন্ন অজুহাতকে খাড়া করল। ১০ পদে আদম বলেছে, "আমি ভয় পেলাম, কারণ আমি উলঙ্গ।" আদম এর আগে উলঙ্গ হয়েই ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হয়েছে -- তখন কিন্তু সে ভয় পায়নি। এখন সে উলঙ্গতার কারণে যে ভয় পেয়েছে, তা নয়; কিন্তু এখন সে তার নিজের পাপের প্রতি ঈশ্বরের শাস্তির কথা চিন্তা করে ভয় পেয়েছে। কিন্তু আদম সে কথা স্বীকার করেনি; পরিবর্তে উলঙ্গতার মিথ্যা অজুহাত দেখিয়েছে। এর পর ঈশ্বর যখন তার ভয়ের সঠিক কারণ জেনে প্রশ্ন করলেন, ***"যে গাছের ফল খেতে তোমাকে***

নিষেধ করেছিলাম, তুমি কি তার ফল খেয়েছ?" (১১) এর সত্য উত্তর এমন হওয়া উচিৎ ছিল, "হ্যাঁ, আমি তা খেয়েছি, আপি অপরাধী।" (আমার মেয়ে, সারার উদাহরণ) কিন্তু নিজের দোষ এড়িয়ে গিয়ে আদম নিজের স্ত্রীর উপর দোষ চাপাল, ***"তুমি আমার সঙ্গিনী করে যে স্ত্রী দিয়েছ, সে আমাকে ঐ গাছের ফল দিয়েছিল, তাই খেয়েছি"*** (১২)। এর দ্বারা কেবল হবার উপর দোষ চাপানো নয়; বাস্তবে, ঈশ্বরের প্রতিও আঙ্গুল তোলা হয়েছে -- "যে স্ত্রী আমাকে পাপ করতে বাধ্য করেছে, তাকে তুমি দিয়েছিলে; তুমি যদি কোন ভাল স্ত্রীকে দিতে, তাহলে এমন ঘটনা কখনও ঘটত না।" হবাও একইভাবে, নিজের দোষ এড়াতে সাপের অজুহাত দেখিয়েছে-- ***"সাপ আমাকে ভুলিয়েছে, তাই খেয়েছি"*** (১৩)।

একবিংশ শতাব্দীর মানুষ আমরাও একইভাবে আদম ও হবাকে অনুসরণ করে চলেছি। নিজেদের অপরাধ স্বীকার করার পরিবর্তে বিভিন্ন অজুহাত খাড়া করে, নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে চাই। নিজেদের পাপ বা অপরাধ আমাদের হৃদয়ে লজ্জা ভয় ও ঘৃণা তৈরী করে;কিন্তু এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে আমরা আদমের পথ অবলম্বণ করি, "এটা আমার দোষ নয়, আমি আমার পরিবেশ বা পরিস্থিতির বলি হয়েছি।" প্রথম পাপের দায় আদম বা হবা কেউই গ্রহণ করেনি। একবিংশ শতাব্দীর মানুষ আমরাও ঈশ্বরের প্রতি আঙ্গুল তুলে বলি, "ঈশ্বর কেন সদসদ্ জ্ঞান-দায়ক গাছকে ঐ উদ্যানে রেখেছিলেন? ঈশ্বর কেন সাপকে ঐ উদ্যানে প্রবেশ করতে দিলেন? শয়তান যখন হবাকে প্রলোভিত করছিল, তখন ঈশ্বর কোথায় ছিলেন? এ সবই নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করার বাহানা মাত্র। আমরা বলতে চাই, সব দোষ ঈশ্বরের, কিন্তু আমরা পরিবেশ বা পরিস্থিতির শিকার হয়েছি।

কিন্তু আমরা এখানেই শেষ করতে পারি না। কারণ প্রথম আদমের প্রথম পাপের ফল যেমন আজও আমরা বয়ে চলেছি, দ্বিতীয় আদমের দ্বারা এই সমস্ত পাপের ফল থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। আমরা যখন আমাদের পাপের চেহারা দেখে লজ্জা ক্ষোভ ও দুঃখে ভেঙ্গে পড়ি, তখন তিনি আমাদের দৃষ্টি আমাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে তাঁর প্রতি দিতে আহ্বান জানান। যার ফলস্বরূপ আমরাও পৌলের মত স্বীকার করি, ***"খ্রীস্টের সঙ্গে আমি ক্রুশারোপিত হয়েছি, আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীস্টই আমাতে জীবিত আছেন, . . . আমার জীবন . . . ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসেই যাপন করছি"*** (গালা ২.২০)। যখন আমরা আমাদের পাপ ও অপরাধের শাস্তিকে চিন্তা করে ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ি, তখন তিনি আমাদের পরিবর্তে তাঁর মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেন। ফলস্বরপ, আমরাও পৌলের সঙ্গে বলি, *"ফলতঃ যে কেউ খ্রীস্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি হল, পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হয়েছে, দেখ সেগুলি নতুন হয়ে উঠেছে"* (২ করি ৫.১৭)। যখন আমরা নিজেদের দোষ এড়াতে বিভিন্ন অজুহাত খাড়া করতে চাই বা অন্যের উপর দোষ চাপাই, তিনি আমাদের বলেন, ***"আগে নিজের চোখ থেকে কড়িকাঠ বের করে ফেল, তখনই তোমার ভাই-এর চোখ থেকে কুটা গাছটা বের করার জন্য স্পষ্ট দেখতে পাবে"*** (মথি ৭.৫)। তিনি আরও শিক্ষা দেন, ***"যদি আমরা নিজের নিজের পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপসকল মোচন করবেন, এবং আমাদেরকে সমস্ত অধার্মিকতা থেকে শুচি করবেন"*** (১ যোহন ১.৯)।

আমরা আবার এদোন উদ্যানে ফিরে যাব না। কিন্তু আগামী নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীর আশা করব, যখন পাপ সম্পূর্ণ নির্মূল হবে। আসুন, যীশুতে বিশ্বাস করে, তাঁর শক্তিতে পাপের উপর জয়লাভ করি, ঈশ্বরের গৌরবার্থে জীবন যাপন করি।